



33866 - মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলে কি মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া হয়?

প্রশ্ন

মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলে কি মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া হয়? এমনকি সটো যদি দীর্ঘদিন পরে হয় তবুও?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একাধিক হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মৃতব্যক্তির পরিবারের কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দিয়া হয়। এ হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সহহি মুসলিম সংকলিত (৯২৭) ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বিবরণনা করেন যে, হাফসা (রাঃ) উমর (রাঃ) এর জন্য কাঁদছিলেন। তখন উমর (রাঃ) বলেন:ওরে বটে থাম! তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় পরিবারের কান্নাকাটির কারণে মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া হয়”।

তবে একাধিক ঘটনায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদছেন। যমেন: তাঁর ছলে ইব্রাহিমের মৃত্যুর সময়; যা সহহি বুখারী (২/১০৫) ও সহহি মুসলিম (৭/৭৬)-এ আনাস (রাঃ) এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর এক ময়েকে দাফন করার সময় তিনি কাঁদছেন; যমেনটি সহহি বুখারীতে আনাস (রাঃ)-এর হাদিসে এসেছে।

অনুরূপভাবে তাঁর কোন এক নাতীর মৃত্যুতেও তিনি কাঁদছেন; যমেন সহহি বুখারী (১২৮৪) ও সহহি মুসলিম (৯২৩)-এ সংকলিত উসামা বনি যায়দে (রাঃ)-এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

যদি জিজ্ঞাসে করা হয়: আমরা কভাবে এ হাদিসগুলোর মাঝে সমন্বয় করব? যে হাদিসগুলো মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদতে বারণ করে; আবার অন্য হাদিসগুলো সটোর অনুমতি দিয়ে?

জবাব:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজস্বই সটো ব্যাখ্যা করছেন; যা সহহি বুখারী (৭৩৭৭) ও সহহি মুসলিম (৯২৩)-এর হাদিসে এসেছে যে, উসামা বনি যায়দে (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জনক ময়েরে ঘররে নাতির মৃত্যুতে কাঁদছিলেন। তখন সাদ বনি উবাদা (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটিকী? তখন তিনি বললেন: এটি রহমত; যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দার অন্তরে স্থাপন করছেন। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন।“



নববী বলেন:

এ হাদিসেরে মরম হলো: সাদ (রাঃ) ধারণা করছিলেন যে, সব ধরণের কান্নাই হারাম এবং চোখে পানি আসা হারাম এবং ধারণা করছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভুলে গিয়েছেন; তাই তিনি তার কাছে সটো উল্লখে করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানিয়েছেন যে, নছিক কান্না ও চোখে পানি আসা হারাম নয়; মাকরুহও নয়। বরঞ্চ সটো রহমত ও মর্যাদা। হারাম হলো: খদোকত ও বলিপ; এবং এ দুটো মশিরতি কান্না কথিবা এর কোন একটা মশিরতি কান্না। যমেনটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় আল্লাহ্ চোখে পানি ও মন ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি এইটির কারণে শাস্তি দেন কথিবা দয়া করেন। তিনি হাত দিয়ে জহিবর দকি ইশারা করেন।”[সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ‘আল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২৪/৩৮০) মৃতব্যক্তির জন্য মা ও ভাইদের কান্নাতে কি কোন আপত্তি আছে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন: “চোখে পানি ও মন ভারাক্রান্ত হওয়াতে কোন গুনাহ নহে। কিন্তু খদোকত ও বলিপ হলো নষিদিধ।”[সমাপ্ত]

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা; এমনকি সটো দীর্ঘদিন পরে হলেও এতে কোন গুনাহ নহে। তবে শর্ত হলো এর সাথে যেন খদোকত, বলিপ ও আল্লাহর তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টিনা থাকে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর য়িয়ারত করে কঁদেছেন এবং তাঁর চারপাশে যারা ছিল তাদের সবাইকে কাঁদিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন: আমি আমার প্রভুর কাছে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার করার অনুমতি চেয়েছি। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তখন আমি তাঁর কাছে মায়ের কবর য়িয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে এটার অনুমতি দিয়েছেন। আপনারা কবরগুলো য়িয়ারত করুন। কারণ কবর য়িয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[সহি মুসলিম (৯৭৬)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।